"মিষ্টি বাচ্চারা - কচ্ছপের মতো সবকিছু সমাহিত করে চুপ করে বসে স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, বাবা যিনি হলেন সর্বসম্বন্ধের স্যাকারিন, তাঁকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় স্কুলের বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমৎ কি?

*উত্তরঃ - তোমরা যখন ঈশ্বরের হয়ে গেছো, ওঁনার সম্মুখে বসে রয়েছো তখন প্রেমপূর্বক ওঁনাকে স্মরণ করো। ওঁনার শ্রীমতে চলো। ওঁনাকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা বজায় থাকবে। কিন্তু মায়া রাবণ দেখে যে আমার গ্রাহক কেঁড়ে নিচ্ছে তখন সেও যুদ্ধ করে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দুর্বল হয়ো না। আমি তোমাদের শক্তি প্রদানের জন্য বসে রয়েছি।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধর রে মানব....

ওম্ শান্তি । এ'কথা বাচ্চাদের কে বলে যে 'হে বাচ্চারা' কারণ মনুষ্য তো আত্মাকে বলা হয়ে থাকে। আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে। সেইজন্য এই নামও রাখা হয়েছে। নাম তো অনেক বস্তুরই অনেককিছু রাখা হয়েছে যেমন পরমপিতা পরমাত্মা, বাবা, কেউ আবার ফাদার বলে। বাবা হলো সবচেয়ে সিম্পল। বাবা বলেন -- তুমি কার সন্তান, তা স্মরণে আসে কী ? বাচ্চারা, এখন তোমরা বসে রয়েছো। সামনে কে আছে ? আত্মারা বলবে বাবা বসে রয়েছেন। কত সিম্পল কথা। বাচ্চারা জানে যে আমাদের আত্মাদের পরমপিতা পরম আত্মা হলেন পিতা। মানুষ তো ছোট-বড় সকলকেই বাবা বলে দেয় আর এ হলো আবার আত্মা যে নিজের বাবাকে বাবা বলে। ও গডফাদার বলে। এখন শরীরের গডফাদারকে তো বাবা বলবে না। তোমরা জানো যে আমরা ওই বাবার সামনে বসে রয়েছি, এ হলো আত্মার কথা। শিববাবা বোঝান, তাহলে আমি কে ! আমি হলাম পরম আত্মা। আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পরমধাম-নিবাসী পিতা, সেইজন্য আমায় পরম আত্মা বলা হয়। একত্র করলে হয়ে যায় পরমাত্মা। কত সহজ। এ কে বসে রয়েছে? শিববাবা। তিনি না থাকলে এই ব্রহ্মাও থাকত না। বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা ওঁনার স্মরণ থাকে। উনিও হলেন আত্মা, এতে কোনো তফাৎ নেই। যেমন আত্মা হলো স্টার, সেই স্টারের সাক্ষাৎকার হয়। তেমনই বাবারও স্টার রূপের (জ্যোতি) সাক্ষাৎকার হবে। এছাড়া এই যে বলা হয় অত্যন্ত তেজ রয়েছে, সহ্য করতে পারে না। এ হলো মনের ভাবনা। এছাড়াও তো বাবা যথার্থভাবে বোঝান যে যেমন তোমরা হলে আত্মা তেমনই আমিও হলাম আত্মা। আমাকেও এই শরীরের মধ্যে এই আত্মার পাশে ভ্রুকুটিতে বসতে হবে। তাই উনি বসে বোঝান যে তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে। তাও আবার প্রত্যেকের আপন-আপন পার্ট রয়েছে। কথিত আছে, আত্মা পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল... এখন পরম আত্মা শব্দটি ক্লিয়ার। ওঁনাকে পরমাত্মা বলায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। হলেন তো আত্মাই কিন্তু তিনি হলেন সদা পরমধাম নিবাসী পরম আত্মা। ব্রহ্মাকে পরম আত্মা বলবেনা। এরা সকলেই হল জীব আত্মা। এদের মধ্যে কেউ হলো পাপাত্মা, কেউ পূণ্যাত্মা। বাবা বলেন, আমাকে পাপ বা পূর্ণ আত্মা বলা হয় না। আমায় পরমাত্মাই বলা হয়ে থাকে। আমারও পার্ট রয়েছে। একবার এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করি। স্মরণও করে থাকে যে পতিত পাবন এসো। কেউ কি বোঝে না কি যে আমরা হলাম অপবিত্র, রাবণ সম্প্রদায়ভুক্ত, না তা বোঝেনা। বলে যে রাম-রাজ্য চাই। রাবণকে জ্বালায়ও কিন্তু এটা জানে না যে আমরাই হলাম রাবণ সম্প্রদায়ের। অবশ্যই পতিত সেইজন্যই তো ডাকে। কৃষ্ণকে তো ডাকে না। তাঁকে তো পরম আত্মা বলে না। আমি সকলের পিতা যে কিনা পরমধাম থেকে এসেছি, তাঁকেই পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর বা ভগবান বললে শোরগোল পড়ে যায়। বাবা এই জীব আত্মার দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। তোমাদের বলেন -- বাচ্চারা, অশরীরী ভব। যখন তোমাদের পাঠিয়েছিলাম তখন তোমরা আমারই সন্তান ছিলে। শরীর ধারণ করে স্বর্গে এসেছিলে, পরিক্রমা করতে করতে এখন তোমরা ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ করেছো। এই সময় সকলেই হলো রাবণের সন্তান। রাবণই পতিত বানিয়েছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। এখন বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমার কাজই হলো আসুরীয় সম্প্রদায়কে দৈবিক সম্প্রদায়ে পরিণত করা। আমিও ড্রামা অনুসারে আমার সময় মতই আসি -- কল্পের সঙ্গমযুগে। কলিযুগ হলো পতিত পুরোনো তমোপ্রধান দুনিয়া, তখন আমি আসি সূর্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় কুলের রাজ্য স্থাপন করতে। না থাকলে তবেই তো স্থাপন করব। তারপর যখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজ্য হবে তখন বৈশ্য, শূদ্রবংশীয় থাকবে না। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, দৈবী সন্তান হওয়ার জন্য। তাই বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভার-হেলদি, এভার-ওয়েলদি হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। এই চার্ট রাখো যে কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করি? যত স্মরণ করবে ততই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি আসবে। তবেই বলা হয় যে অতীন্দ্রিয় সুখ

জিজ্ঞাসা করতে হলে তা গোপীবল্লভের গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। বল্লব বলা হয় বাবাকে। বাবার রূপও ছেলেরই মতন হয়। এমনিতে আত্মার বাবা তো আত্মাই হয় কিন্তু পরমধাম নিবাসী। যদি সেই বীজ নীচে চক্রতে চলে আসে তাহলে বৃক্ষ উপরে চলে যাবে। যেমন ওই বৃক্ষ হয়, তার বীজ নিচে বৃক্ষ উপরে। এ হলো উল্টো বৃক্ষ যার বীজরূপ পরম আত্মা পরমধামে নিবাস করেন। আত্মারাও ভূমিকা পালন করতে উপর থেকে নিচে আসে। শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে, এখন বাবা বলেন, রাবণ তোমাদের কালো করে দিয়েছে। তোমাদের গৌর বর্ণের (সুন্দর) হতে হবে। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ দুজনকেই কালো করে দিয়েছে। লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণের তৈরী করে, কেন ? কাম-চিতায় দুজনেই বসেছিল। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে যে তক্ষক সাপে দংশন করেছিল, নারায়ণকে কে দংশন করেছিল ? কিছুই বোঝেনা। চিত্রাদিও সব রাবণের মতানুসারেই নির্মান করা হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন শ্রীমৎ দিয়ে রাবণের থেকে লিবারেট করার জন্য। আমি হলাম সকলের সদগতি দাতা, শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরুর উপাধিও এঁনার, জগতের সদগতি করেন। গ্রন্থে এঁনার অনেক মহিমা লেখা রয়েছে। সৎগুরু হলেন প্রকৃত রাজা, সত্যখণ্ডের স্থাপনাকার। এ'সব বাবার (ব্রহ্মা) কন্ঠস্থ ছিল। এর অর্থ জানা ছিল না। নিজেকে অত্যন্ত রিলিজিয়াস মাইন্ডেড(ধার্মিক স্বভাবের) মনে করতেন। কিন্তু ছিলেন রাবণ কুলের। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কুলের হয়েছো, সেইজন্য কত প্রেমপূর্বক ওঁনাকে স্মরণ করা উচিত। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও, গডফাদারকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা চড়বে। এখন কার সামনে বসে রয়েছো ? বাবা বলেন -- হে আদরের দুলালরা, আমি তোমাদের পরম পিতা, আত্মারূপী তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমার শ্রীমতানুসারে কেন চলো না ? উপরন্তু কামরূপী ভূত নিচে ফেলে দেয়। বাবা বলেন, কেন দুর্বল হয়ে পড়ো ? আমার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় তবুও আসুরীয় মতে কেন চলো ? এই যুদ্ধ তো করতে হবে। মায়া মনে করে, আমার গ্রাহককে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাই লড়াই করে। বাবা তোমাদের শক্তি দিচ্ছেন। এত পাঠ পড়ান, সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝান। সূক্ষ্মলোকে তো শোনাবে না। দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়ে এসেছে। সূক্ষ্মলোকে নাভি কোথা থেকে আসবে ? বসে বসে কি কি লিখেছে। এখন তোমরা যে নলেজ পাচ্ছ তা পরম্পরা ধরে চলেনা, এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরে যে শাস্ত্রাদি বানানো হয় তা পরম্পরা ধরে চলে, এই জ্ঞান তো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন আমার মতে চলো, দেহী-অভিমানী হও, এতে দৌড় লাগিয়ে (তীব্র পুরুষার্থ) আমার গলার হার হয়ে যাও। এ হল বুদ্ধির দৌড়, সন্ন্যাসীরা বলতে পারেনা যে অশরীরী ভব, মামেকম্ স্মরণ করো। পরমাত্মা সকলকে বলতে পারেন কারণ সকলেই আমার সন্তান, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছি। সম্মুখে তো বাচ্চারাই শোনে, সমগ্র দুনিয়া শোনে না। শিবরাত্রি পালন করে, শিবের মন্দিরও রয়েছে। অবশ্যই এসেছেন কিন্তু শিবের এত বড় চিত্র নেই। তিনি হলেন স্টার। যদি বলো তখন বলবে যে মন্দিরের চিত্র কি ভুল ? সেইজন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে বাচ্চারা আমিও হলাম আত্মা কেবল তোমরা জন্ম মৃত্যুতে আসো, আমি আসি না তবেই তো তোমাদের মুক্ত করতে পারব। আমি হলাম পতিতপাবন তাই অবশ্যই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হবে, তাই না! যদি পতিতপাবন নাও বলা হয়, তাহলেও মনে করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। প্রলয় হয়ে যায় তারপর নতুন সৃষ্টি ক্রিয়েট (রচনা) করতে হয়। ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে এই সৃষ্টি হলো অনাদি এখানে প্রলয় হয় না। কেবল অপবিত্র হয়, সেইজন্য আমি নন্দীগণ বা ভাগ্যশালী রথে আসি -- তোমাদের নর থেকে নারায়ণে পরিণত করতে। সকলেই চায় যে আমরা সূর্যবংশীয় হই। গল্পকথাও আছে, একভক্ত বলে যে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করে নিতে পারি। নারদও ভক্ত ছিল, তাই না ! তখন বলে যে তুমি তোমার চেহারা তো দেখো! প্রথমে বাঁদর থেকে মন্দির (পবিত্র) তো হও তবেই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে। এখন তোমরা মন্দিরের উপযুক্ত হচ্ছো। এই সমস্ত কথা হলো এই সময়েরই। এসব তোমাদের কে বলছেন ? শিববাবা ব্রহ্মাদাদার ভ্রুকুরটির মধ্যস্থলে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এঁনার আত্মা ভ্রুকুটিতে বসে আছে তেমনই অবশ্যই ওঁনার পাশে বসে রয়েছেন, তাই না ! এই নলেজফুল বাবা তোমাদের আদি-মধ্য-অন্তের সমগ্র রহস্য বোঝাচ্ছেন, যারফলে তোমাদের স্বদর্শন চক্র আবর্তন করা সহজ হয়। স্বদর্শনচক্র ঘুরালে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, নাহলে সাজা খেতে হবে। বিজয়মালাতেও আসতে পারবে না। যখন ফ্রি হবে তখন কচ্ছপের মতন চুপ করে বসে চক্রকে ঘুরাতে থাকো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকো। একে বলা হয় লোকলজ্জা, অপবিত্র হওয়ার মর্যাদাকে ছিন্ন করো, আর কাউকে স্মরণ করো না। তুমি মরে গেলে দুনিয়াও তোমার কাছে মৃতবৎ হয়ে যাবে। অশরীরী হয়ে আমার হও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সকলকে মরতে তো হবেই তখন কে কার জন্য কাঁদবে। হিরোশিমায় সকলেই মারা গেছে, কান্নাকাটি করার মতোও কেউ বাঁচে নি, সেইজন্য এখন কান্নাকাটির দুনিয়া থেকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে। এই নোংরা (ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ায় প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গে পোকামাকড় পড়ে রয়েছে, একে কি স্মরণ করবে! স্বর্গে কি এরকম শরীর থাকবে নাকি! না তা থাকবে না। ওখানে তো প্রতিটি অঙ্গ সুগন্ধিত থাকে। বাবা কেমন নোংরা বাসীকে ফুলে পরিণত করেন, তাই উনাকে আসতেও হয় এই পুরানো লং বুটে। বাবা বলেন অবশ্যই ঘরে থাকো কিন্তু শ্রীমতে চলো। বিকারে যেওনা। তোমাদের সামনে শিববাবা বসে রয়েছেন, ওঁনাকে ভুলো না। আচ্ছা!

গীত:- ধরনীকে আকাশ ডাকে.... ধরনীর বসবাসকারীদের আকাশের বাসিন্দা বাবা ডাকেন। এখন আমার কাছে আসতে হবে সেইজন্য নষ্টোমোহ হও। আমি তোমাদের স্বর্গের অগাধ সুখ প্রদান করবো। বাবা হলেন সকল সুখের স্যাকারিন। মামা, কাকা এরা তোমাদের দুঃখ দেবে। তোমাদের হলো সমগ্র আসুরীয় দুনিয়া নরকের থেকে সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের হলো কেবল ঘরের সন্ন্যাস। তোমাদের এই ডার্টি (নোংরা) দুনিয়াকে ভুলতে হবে। এই সময় মানুষের যদি সামান্য ধন প্রাপ্ত হয় তখন তারা মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছি। কিন্তু এই দুনিয়ায় কেউ কতই না ধনবান হোক, দেউলিয়া হয়ে গেলে, এরোপ্লেন ইত্যাদি পড়ে গেলে তখন সব শেষ। তখন কান্নাকাটি করতে শুরু করে দেয়। ওখানে তো এক্সিডেন্টের কোন কথাই নেই। কেউ কান্নাকাটি করে না। বাবা বলেন -- আচ্ছা, তোমরা যদি স্বর্গে থাকো তো খুশিতে থাকো। আমি এসেছি গরিবদের জন্য, যারা নরকে রয়েছে। দানও গরিবদেরকেই দেওয়া হয়ে থাকে। ধনবানেরা ধনবানদের দান করে কি ? আমি হলাম সবচেয়ে ধনবান, আমি গরিবদের দান করে থাকি। এই সময়ের ধনবানেরা তো নিজেদের ধনের, ফ্যাশনের নেশায় চুর হয়ে থাকে।

আচ্ছা -- বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে, এ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ, এখানে হাঁস মুক্ত কুড়োবে। আর যারা বক হবে তারা তো পাথরই তুলবে। সেইজন্য বাবা বলেন এখানে হাঁসেরই (গুণগ্রাহী) আসা উচিৎ, বকের (অবগুণ দর্শনকারী) নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার শ্রীমতে চলে, দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার হার হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে।

২) এই দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহ হতে হবে। কারোরই ছিঃ-ছিঃ (বিকারী) শরীরকে স্মরণ করা উচিত নয়।

বরদানঃ- সেবার বন্ধনের মাধ্যমে কর্মবন্ধন সমাপ্তকারী বিশ্ব-সেবাধারী ভব।

প্রবৃত্তিতে থেকে কখনও এ'টা মনে করো না যে হিসেব-নিকেশ রয়েছে, কর্মবন্ধন রয়েছে.... এও কিন্তু সেবা। সেবার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেবাভাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মবন্ধন আকর্ষণ করবে। কর্মবন্ধন হলে দুঃখের লহর(ঢেউ) আসবে আর সেবার বন্ধন হলে খুশি হবে, সেইজন্য কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনের দ্বারা সমাপ্ত করো। বিশ্ব-সেবাধারী বিশ্বের যেখানেই থাকে বিশ্ব-সেবা অর্থেই থাকে।

স্লোগানঃ- নিজের দৈবী-স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলেই তোমার উপর কারোর ব্যর্থ নজর পড়তে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;